দৈনিক বাংলা 19 তারিখ 17 JUN 1986 পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

প্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার পূরণ করেছি

যথাসময়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন : এরশাদ

কালকিনি (মাদারীপুর), ১৬ই জুন (বাসস)।—প্রেসিডেন্ট এইচ এম এরশাদ বলেছেন, দেশে জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় জাতির কাছে তিনি যে ওয়াদা করেছিলেন গত মাসে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তা পূরণ হয়েছে।

আজ এখানে এক অনির্ধারিত সফরে এসে কালকিনি উপজেলা সদর দফতরের সামনে এক বিশাল স্বতঃস্ফূর্ত জনসমাবেশে ভাষণ দানকালে প্রেসিডেন্ট বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণ তাঁর প্রবর্তিত উন্নয়নের রাজনীতির পক্ষে রায় দিয়েছেন।

শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচন যথাসময়ে অনুষ্ঠিত হবে। তিনি দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেন যে জনগণ এমন একজনকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করবেন যিনি তাদের কল্যাণ সাধন করতে পারবেন।

গত সাড়ে চার বছরে তাঁর সরকারের বিভিন্ন সাফল্যের উল্লেখ করে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, নানাবিধ সমস্যা সত্ত্বেও জাতি আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করেছে।

কৃষকদের ভাগ্যোন্নয়নে তার সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট বলেন, কৃষি খাতে সার্বিক উন্নতি আনার জন্য কৃষি ঋণ বিতরণ পদ্ধতি উদার করা হয়েছে এবং পাওয়ার পাম্পের ডিমান্ড চার্জ মওকুফ করা হয়েছে। তিনি বলেন, কৃষকদের কল্যাণে সরকার আরও কিছু পদক্ষেপ নেবেন।

প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেন, শিক্ষাকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তযোগ্য করার জন্য সরকার শিক্ষা খাতে বাজেটের অংক ১৯৮২ সালের তুলনায় ৪ গুণ বাড়িয়েছেন। শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড আখ্যা দিয়ে তিনি সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ব্যক্তিদের নিজ নিজ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তিনি নারী শিক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

জনসংখ্যা সমস্যা প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট এরশাদ বলেন, জনস্ফীতির বর্তমান হার রোধ করা না গেলে উন্নয়নের সমস্ত সফলই অর্থহীন হয়ে যাবে।

সমাবেশে যুব ও ক্রীড়া উপমন্ত্রী শেখ শহীদুল ইসলাম ও স্থানীয় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জনাব হাবিবুর রহমান আজাদও বক্তৃতা করেন।

এর আগে প্রেসিডেন্ট উপজেলা সদর দফতর অফিস পরিদর্শন করেন এবং কর্মকর্তাদের নিষ্ঠার

(শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

(প্রথম পৃঃ পর)

সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি উপজেলায় পরিবার পরিকল্পনা তৎপরতার রেকর্ডপত্র দেখেন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ কর্ম জোরদার করার নির্দেশ দেন। ব্যাংক কর্মকর্তাদের বৈঠকে তিনি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায়ের ব্যাপারেও খোঁজ খবর নেন।

প্রেসিডেন্ট কয়েকজন কৃষকের সঙ্গেও আলাপ করেন এবং সারের দাম ও কৃষি ঋণ পাওয়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করেন।

পরে তিনি আশপাশের কয়েকটি গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের অবস্থা দেখেন। তিনি গ্রামের পথে পায়ে হেঁটে যান এবং কয়েকটি বাড়িতে গিয়ে বাড়ির মালিকদের সঙ্গে আলাপ করেন। পথে তিনি কৃষকসহ বিভিন্ন স্তরের লোকদের সঙ্গেও কথা বলেন।